www

টেকনলজি টক

/দেশ জুড়ে লাইব্রেরির আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার

মোহাম্মদ গোলাম নবী

মাদের দেশে লাইব্রেরি গড়ার আন্দোলন কখনোই প্রাণ পায়নি। ঢাকার বাংলামোটর ড়ের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বই পড়া আর ভিত্তিক লাইব্রেরিসহ কিছু কর্মকাণ্ড য়ে গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ন্তই সামান্য। এক সময় সরকারি্যাগে দেশ জুড়ে সরকারি গণগ্রন্থাগার জেলা লেভেল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলেও গুলোর বেশির ভাগের অস্তিত্ব এখন জপত্রে সীমিত হয়ে পড়েছে। দেশের নামকরা স্কুলে একসময় জোরালো ব্রেরি কার্যক্রম থাকলেও সেগুলো ন তেমনভাবে কার্যকর নয়।

ব্রেরি একটি সেবা প্রতিষ্ঠান। এটি নো আয়মূলক সংগঠন নয়। একটি া কিংবা এলাকায় যে লাইব্রেরি থাকে ট মূলত সেখানকার জনগণের আগ্রহ সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। গণের সম্পৃক্ততা না থাকলে ব্রেরির অস্তিত্ব একটি এলাকায় বেশি টিকিয়ে রাখা যায় না। এর বড় প্রমাণ মাদের দেশের সরকারি কোনো লাইব্রেরি আন্দোলন দেশে এখনো টিকে আছে দাতা সংস্থার অর্থায়নে। যেমন সিডিএলের ছাব্বিশটি লাইব্রেরি। গত দেড় দশকে সিডিএল লাইব্রেরিগুলোর টিকে থাকার মধ্যে যে উত্থান-পতন হয়েছে তা সব সময়ই দাতার অর্থ সরবরাহের ওপর নির্ভর করেছে।

স্কুল ভিত্তিক লাইব্রেরি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ তাদের সাকসিড প্রকল্পের মাধ্যমে। শিখন সাথী নামের এ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রাইমারি স্কুল পড়ুয়া শিশুরা জ্ঞানের নানা শাখার বই পড়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ পায়। এ ধরনের স্কুল ভিত্তিক বই পড়া কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে আরো যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে রয়েছে ইউনিসেফ ও সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। তারাও শিশুদের উপযোগী বই ছাপিয়ে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে বিতরণ করছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এ ধরনের মহৎ উদ্যোগ টিকে থাকা না থাকা পুরোপুরি নির্ভর করবে শেষ পর্যন্ত ওই স্কুলগুলো এবং স্কুল সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর আগ্রহ ও কর্মতৎপরতার ওপর।

একটি কথা সর্বজনস্বীকৃত, লাইব্রেরি চোখে দেখা যায় না। এটি পরিমাপের সরাসরি কোনো সূত্র নেই। যে কারণে এ খাতে কোনো ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসেন না। যেহেতু লাইব্রেরির সুফল শুধু একটি ছেলেমেয়ে কিংবা একটি পরিবার বা নির্দিষ্ট একটি সমাজে সীমিত থাকে না; এর সুফল ব্যক্তির জীবনবোধ উন্নত করার মধ্য দিয়ে দেশ ও সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তাই এখানে বিনিয়োগে সবার এগিয়ে আসা দরকার। কারণ এ বিনিয়োগে কোনো লস নেই। এখন লাইব্রেরি স্থাপন করলে সেখানে কমপিউটার থাকাটা জরুরি। যেখানে বিদ্যুৎ আছে তেমন স্থানে লাইব্রেরি স্থাপন করলে কমপিউটার আর ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হবে। কারণ জ্ঞান চর্চায় এখন কমপিউটার আর ইন্টারনেট একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

সমাজ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের গবেষণা থেকে জানা যায়, এখন থেকে দশ বা বিশ বছর আগে একটি স্কুলে কিছু ছাত্রছাত্রী ছিল, যারা লাইব্রেরিতে যেতো এবং বই পড়তে পছন্দ করতো। এ সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এখন শহরের স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরিতে গেলেও মফস্বলের ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরির বই পড়তে উৎসাহিত হয় না। ক্লাসের বইয়ের বই প্রথমত তারা পায় না এবং দ্বিতীয়ত যেসব স্কুলে লাইব্রেরি আছে সেখানকার চাবি থাকে স্কুলের কোনো একজন শিক্ষকের কাছে, যা চেয়ে নেয়ার সাহস কিংবা উৎসাহ কোনোটিই শিক্ষার্থীদের থাকে না।

এদিকে বিশ্ব জুড়ে লাইব্রেরিগুলোতে একটি নীরব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ পাঠক চাহিদার পরিবর্তন। যে কারণে বিশ্ব জুড়ে লাইব্রেরি ২.০ নামে নতুন একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। লাইব্রেরি ২.০ লাইব্রেরি সেবার পুরনো সব কিছুই বদলে দিয়েছে। লাইব্রেরি ২.০ হলো ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী লাইব্রেরি সেবা দেয়ার নতুন কনসেপ্ট। তবে অনেকে বলেন, লাইব্রেরিগুলোর জন্য তহবিলের সঙ্কোচনই বর্তমান পরিবর্তনের মূল কারণ।

এরপরও যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার সেটি হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি গতানুগতিক লাইব্রেরি ধারণাকে বদলে দিচ্ছে ভীষণভাবে। আমরা যদি দেশে এখন নতুন করে একটি লাইব্রেরি আন্দোলনের কথা ভাবি তবে আমাদের ইন্টারনেটের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এখনকার লাইব্রেরিতে শুধু বই থাকলেই হবে। আসলে একটি লাইব্রেরিতে জ্ঞান চর্চার সব ধরনের সুযোগ থাকা উচিত। যদি রাখা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রতিটি লাইব্রেরিতেই কি সব কিছু থাকবে? এর উত্তর হলো, না। প্রতিটি লাইব্রেরিতে সব কিছু রাখার দরকার নেই। তাতে অনেক বেশি সম্পদের দরকার হবে, যার জোগান দেয়া এলাকাবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে না। বরং একটি উপজেলায় যদি দশটি লাইব্রেরি থাকে তবে তারা নিজেদের মধ্যে বই, ভিডিও, তথ্যচিত্র ইত্যাদি দেয়া-নেয়া করতে পারে। ফলে সব লাইব্রেরিতে একই বই কিংবা ভিডিও কেনার জন্য বিনিয়োগ করার দরকার হবে না। বরং লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্কিং গড়ার মাধ্যমে আমরা যেমন সম্পদের অপচয় রোধ করতে পারবো, তেমনি এলাকাবাসীর মধ্যে একটি সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবো।

আমাদের মনে রাখতে হবে, লাইব্রেরিগুলোর সীমাবদ্ধতা সব সময়ই ছিল। একটি এলাকার সব মানুষের চাহিদা কখনোই একটি লাইব্রেরির পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ একটি লাইব্রেরির জায়গা ও অর্থের সীমাবদ্ধতা আছে। এটি কখনোই কাটিয়ে ওঠা পুরোপুরি সম্ভব হবে না। তাই একটি লাইব্রেরির পক্ষ থেকে চেষ্টা থাকা দরকার, তার এলাকার বেশির ভাগ মানুষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে নতুন চাহিদা তৈরি করা, যা পূরণে ওই লাইব্রেরি সক্ষম। যারা লাইব্রেরি ব্যবহারে আসেন তাদের কাছ থেকে চাহিদা জেনে নেয়া সহজ; কিন্তু তাদের যদি নিয়ে আসা না যায়, তবে সমাজ উন্নয়নে লাইব্রেরির যে ভূমিকা সেটি পূরণ হওয়ার নয়।

অনেকে বলেন, লাইব্রেরি নাকি এখন বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। তারা মিথ্যা বলেন না। একটি ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে লাইব্রেরির বেশির ভাগ সেবা বাসায় বসেই পাওয়া যায়। যেমন উইকিপিডিয়া হাজারো প্রশ্নের সমাধান দিচ্ছে কিংবা কোনো জটিল কিছু জানার দরকার হলে মাইস্পেস, ফেসবুক ইত্যাদি সামাজিক নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়ে দ্রুতই অনেক দরকারি কিছু জানা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি লাইব্রেরি তৈরি করা ও এর ব্যবহার কোনো একটি পাড়া-মহল্লায় নিশ্চিত করা গেলে অনেক ধরনের সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। ঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে লাইব্রেরি হয়ে উঠতে পারে আমাদের দেশের আগামী দিনের গণতন্ত্র চর্চার সবচেয়ে উত্তম জায়গা। বিষয়টি নিয়ে আমাদের এখন বিস্তারিত ভাবা দরকার।

লেখক : সাংবাদিক এবং তথ্য ও উন্নয়ন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ
gnabi1969@yahoo.com

যুগান্তর

তারিখ 24 APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬